أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیۡمِ

(Book# 114/ء)

www.motaher21.net

أَنفِقُوا مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ

হালাল উপার্জন থেকেই ব্যয় করতে হবে ।

Give of the good things.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৬৭

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ۪ وَ لَا تَیَمَّمُوا الْخَبِیْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِیْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِیْهِ١ؕ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِیْدٌ

হে ঈমানদারগণ! যে অর্থ তোমরা উপার্জন করেছো এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দিয়েছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য তোমরা যেন সবচেয়ে খারাপ জিনিস বাছাই করার চেষ্টা করো না। কারণ ঐ জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয়, তাহলে তোমরা কখনো তা নিতে রাজি হও না, যদি না তা নেবার ব্যাপারে তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকো। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত।

২৬৭ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এ আয়াতটি আমাদের আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হয়। আমরা ছিলাম খেজুরের মালিক। যার যেমন সাধ্য ছিল সে অনুযায়ী কম-বেশি দান করার জন্য নিয়ে আসত। কিছু মানুষ ছিল যাদের কল্যাণমূলক কাজে কোন উৎসাহ ছিল না। তাই তারা খারাপ ও নিম্নমানের খেজুর নিয়ে এসে মাসজিদে নাববীর খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে দিত। ফলে

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا .....مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি জমিন থেকে যা উৎপন্ন করি তার মধ্য হতে পবিত্র জিনিস দান কর’ নাযিল হয়। (সহীহ, তিরমিযী হা: ২৯৮৭) এ আয়াতের শানে নুযুলের ব্যাপারে এছাড়া আরো বর্ণনা পাওয়া যায়। (লুবাবুন নুকূল, পৃঃ ৫৭)

দান-সদাকাহ আল্লাহ তা ‘আলার কাছে কবূল হওয়ার জন্য যেমন শর্ত হল দান-সদাকাহ করার পর খোঁটা বা কষ্ট দেয়া যাবে না, তেমনি আরো দু’ টি শর্ত রয়েছে: (১) হালাল ও পবিত্র উপার্জন হতে দান করতে হবে। হালাল উপার্জন ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে হতে পারে অথবা কায়িম শ্রম ও চাকুরীর মাধ্যমেও হতে পারে। সেদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন ‘তোমরা যা উপার্জন করেছ।’ আবার জমি থেকে উৎপাদিত পবিত্র ফসল হতেও দান করা যাবে। সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা ‘আলা বলেছেন ‘আমি জমিন থেকে যা উৎপন্ন করি তার মধ্য হতে’। হারাম পন্থায় উপার্জন করে দান-সদাকাহ করলে, হজ্জ করলে কোন উপকারে আসবে না।

(২) যে দান-সদাকাহ করবে তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে হবে। কোন খারাপ নিয়তে কিংবা নাম-যশ অর্জনের উদ্দেশ্যে দান-সদাকাহ করলে তা আল্লাহ তা ‘আলার কাছে কবুল হবে না। এ ব্যক্তি ঐ অজ্ঞ কৃষক সদৃশ, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

(أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ)

‘আমি জমিন থেকে যা উৎপন্ন করি’ অর্থাৎ আল্লাহ তা ‘আলা জমিন থেকে যা উৎপন্ন করেন যেমন: শস্য, গুপ্তধন ইত্যাদি। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতীত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের ওপর উশর (দশ ভাগের একভাগ) ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের ওপর অর্ধ উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) ওয়াজিব। (সহীহ বুখারী হা: ১৪৮৩)

الْخَبِيْثُ বা ‘মন্দ জিনিস’ এর দু’ টি অর্থ হতে পারে:

(১) এমন জিনিস যা অবৈধ পথে উপার্জন করা হয়েছে। তা আল্লাহ তা ‘আলার কাছে কবূল হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا

আল্লাহ তা ‘আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না।

(২) খারাপ ও অতি নিম্নমানের জিনিস যা তাকে দেয়া হলে সে নিজেও নেবে না। এমন নষ্ট খারাপ জিনিস যা নিজে পছন্দ করে না তা আল্লাহ তা ‘আলার রাস্তায় ব্যয় করলে আল্লাহ তা ‘আলাও গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ـّ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ)

“তোমরা নেকী পাবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে খরচ কর। আর তোমরা যা কিছুই দান কর আল্লাহ তা জানেন।” (সূরা আলি-ইমরান ৩:৯২)

এসব খারাপ জিনিস তোমরাও তো চক্ষু বন্ধ না করে গ্রহণ করতে চাও না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّي يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্য যা পছন্দ করো তা অপর ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করো। (সহীহ বুখারী হা: ১৩)

আল্লাহ তা ‘আলা এসব দান-সদাকাহ থেকে অনেক বড়, অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা ‘আলার এসব নির্দেশ শুধু পরীক্ষা করার জন্য। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَي مِنْكُمْ)

“আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাক্ওয়া।” (সূরা হাজ্জ ২২:৩৭)

যিনি নিজের উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারী তিনি কখনো নিকৃষ্ট গুণের অধিকারীদের পছন্দ করতে পারেন না, একথা সবাই জানে। মহান আল্লাহ নিজেই পরম দাতা এবং সর্বক্ষণ নিজের সৃষ্টির ওপর দান-দাক্ষিণ্যের ধারা প্রবাহিত করছেন। কাজেই তাঁর পক্ষে কেমন করে সংকীর্ণ দৃষ্টি, স্বল্প সাহস ও নিম্নমানের নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী লোকদেরকে ভালোবাসা সম্ভব?।

হালাল উপার্জন থেকেই ব্যয় করতে হবে

মহান আল্লাহ্ তাঁর মু’ মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন ব্যবসার মাল, যা মহান আল্লাহ্ তাদরেকে দান করেছেন এবং সোনা, রূপা, শস্য ইত্যাদি যা তাদেরকে ভূমি হতে বের করে দেয়া হয়েছে তা হতে উত্তম ও পছন্দনীয় জিনিস তাঁর পথে খরচ করে। তারা যেন পচা, গলা ও মন্দ জিনিস মহান আল্লাহ্র পথে না দেয়। মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত পবিত্র, তিনি অপবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্ তা ‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ﴾ এমন জিনিস তোমরা মহান আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ইচ্ছা পোষণ করো না, যা তোমাদেরকে দেয়া হলে তোমরাও তা গ্রহণ করতে সম্মত হতে না।’ সুতরাং তোমরা এরকম জিনিস কিরূপে মহান আল্লাহ্কে দিতে চাও? আর তিনি তা গ্রহণই বা করবেন কেন? তবে তোমরা যদি সম্পদ হাত ছাড়া হতে দেখে নিজের অধিকারের বিনিময়ে কোন পচা-গলা জিনিস বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে নাও তাহলে অন্য কথা। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তো তোমাদের মতো বাধ্য ও দুর্বল নন যে, তিনি এ সব জঘন্য জিনিস গ্রহণ করবেন? তিনি কোন অবস্থায়ই এইসব জিনিস গ্রহণ করেন না।

‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস ‘উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

إن اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُم أَخْلَاقَكُمْ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أحبَّ، فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسلِمَ قلبُه وَلِسَانُهُ، وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جارُه بَوَائِقَهُ". قَالُوا :وَمَا بَوَائِقُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ .قَالَ" :غَشَمُه وَظُلْمُهُ، وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فينفقَ مِنْهُ فيبارِكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يتصدقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ.

‘মহান আল্লাহ্ যেমন তোমাদের মাঝে তোমাদের রিযিক বন্টন করে দিয়েছেন, তদ্রূপ তোমাদের চরিত্রও বন্টন করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ দুনিয়া তাঁর বন্ধুদেরকেও দেন এবং শত্রুদেরকেও দেন। কিন্তু দ্বীন শুধু তার বন্ধুদেরকেই দান করেন। অতএব যে দ্বীন লাভ করে সেই মহান আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র। ঐ আল্লাহ্র শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কোন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না যে পর্যন্ত না তার প্রতিবেশি তার থেকে নির্ভয় হয়। জনগণ প্রশ্ন করেন তার কষ্ট কি, হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ? জনগণের প্রশ্নের

উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন কষ্টের ভাবার্থ হচ্ছে প্রতারণা ও উৎপীড়ন। যে ব্যক্তি অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে, মহান আল্লাহ্ তাতে কল্যাণ দান করেন না এবং তার দান-সাদাকাহও গ্রহণ করেন না। যা সে রেখে যায় তার জন্য তা জাহান্নামে যাবার পাথেয় ও কারণ হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্ মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না বরং মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করেন। কেননা অপবিত্র বস্তু কখনো অপবিত্রতা দূর করতে পারে না।’ (হাদীসটি য ‘ঈফ। মুসনাদ আহমাদ -১/৩৮৭/৩৬৭২, আল মাজমা ‘উয যাওয়ায়িদ-১০/২২৮, ১/৫৩)

বারা’ ইবনু ‘আযিব (রাঃ) বর্ণনা করেন, খেজুরের মৌসুমে আনসারগণ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খেজুরের গুচ্ছ এনে মাসজিদে নাবাবীর দু’ টি স্তম্ভের মধ্যে রজ্জুতে ঝুলিয়ে দিতেন। ঐগুলো আসহাব-ই সুফ্ফা ও দরিদ্র মুজাহিরগণ ক্ষুধার সময় খেয়ে নিতেন। সাদাকাহ করার প্রতি আগ্রহ কম ছিলো এরূপ একটি লোক তাতে খারাপ খেজুর এনে ঝুলিয়ে দেন। সেই সময় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাতে বলা হয়, যদি তোমাদেরকে এরকমই জিনিস উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয় তাহলে তোমরা তা কখনো গ্রহণ করতে না। অবশ্য মনে না চাইলেও লজ্জার খাতিরে তা গ্রহণ করে নাও সেটা অন্য কথা। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ভালো ভালো খেজুর নিয়ে আসতেন। (তাফসীর তাবারী -৫/৫৫৯)

ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) -এর গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মানুষ হালকা ধরনের খেজুর ও খারাপ ফল দানের জন্য বের করতো। ফলে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই রকম জিনিস দান করতে নিষেধ করেন। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাগফাল (রহঃ) বলেন যে, মু’ মিনের উপার্জন কখনো জঘন্য হতে পারে না। ভাবার্থ এই যে তোমরা বাজে জিনিস দান করো না।

মুসনাদ আহমাদের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট গো সাপের অর্থাৎ গুইসাপের গোশত আনা হলে তিনি নিজেও খেলেন না এবং কাউকে খেতে নিষেধও করলেন না। ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেনঃ কোন মিসকীনকে দিবো কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা নিজেরা যা খেতে চাও না তা অপকে খেতে দিয়ো না। বারা’ (রাঃ) বলেনঃ যখন তোমাদের কারো ওপর কোন দাবি থাকে এবং সে তোমাকে এমন জিনিস দেয় যা বাজে ও মূল্যহীন তবে তোমরা তা কখনো গ্রহণ করবে না, কিন্তু তোমাদের হক নষ্ট হতে দেখবে তখন তোমরা চক্ষু বন্ধ করে তা নিয়ে নিবে।

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ‘এর ভাবার্থ এই যে, তোমরা কাউকে উত্তম মাল ধার দিয়েছো, কিন্তু পরিশোধ করার সময় সে নিকৃষ্ট মাল নিয়ে আসবে, এরূপ অবস্থায় তোমরা কখনো ঐ মাল গ্রহণ করবে না। আর যদি গ্রহণ করো তাহলে মূল্য কমিয়ে দিয়ে তা গ্রহণ করবে। তাই যে জিনিস তোমরা নিজেদের হকের বিনিময়েই গ্রহণ করছো না, তা তোমরা মহান আল্লাহ্‌র হকের বিনিময়ে কেন দিবে? সুতরাং তোমরা উত্তম ও পছন্দনীয় ধন-সম্পদ মহান আল্লাহ্‌র পথে খরচ করো। এর অর্থই হচ্ছে নিম্নের আয়াতটিঃ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾

তোমরা যা ভালোবাসো তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। (৩নং সূরাহ্ আলি ‘ইমরান, আয়াত নং ৯২)

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ﴾ মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর পথে উত্তম ও পছন্দনীয় ধন-সম্পদ খরচ করার নির্দেশ প্রদান করলেন, এজন্য তোমরা এই কথা মনে করো না যে, মহান আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী। না, না তিনি তো সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত। তিনি কারো প্রত্যাশী নন বরং তোমরা সবাই তার মুখাপেক্ষী। তাঁর নির্দেশ শুধু এজন্যই যে, দরিদ্র লোকেরাও যেন দুনিয়ার নি‘য়ামতসমূহ হতে বঞ্চিত না থাকে। যেমন অন্য জায়গায় কুরবানীর হুকুমের পরে মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ ﴿ لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ﴾

মহান আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে না কুরবানীর পশুর গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। (২২নং সূরাহ্ হাজ্জ, আয়াত নং ৩৭) তিনি বিপুলদাতা। তাঁর ধনভাণ্ডারে কোন কিছুর স্বল্পতা নেই। হালাল ও পবিত্র মাল হতে সাদাকাহ বের করে মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও মহাদানের প্রতি লক্ষ্য করো। এর বহুগুণ বৃদ্ধি করে তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন। তিনি দরিদ্রও নন, অত্যাচারীও নন। তিনি প্রশংসিত। সমস্ত কথায় ও কাজে তাঁরই প্রশংসা করা হয়। তিনি ছাড়া কেউ ‘ইবাদতের যোগ্য নয়। তিনি সারা জগতের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কেউ কারো পালনকর্তা নয়।

এ থেকে কোন কোন আলেম মাসআলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয। কেননা, মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘তোমাদের সন্তান-সন্তুতি তোমাদের উপার্জনের একটি অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর’। [আবু দাউদঃ ৩৫২৮, ৩৫২৯, ইবনে মাজাহঃ ২১৩৮]

(أَخْرَجْنَا) শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশর জমিতে (যে জমিনের উৎপন্ন শষ্যের এক-দশমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সরকারী তহবিলে জমা দিতে হয়) যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ দান করা ওয়াজিব। ‘ওশর’ ও ‘খারাজ’ ইসলামী শরীআতের দুটি পারিভাষিক শব্দ। এ দু’য়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, ‘ওশর’ শুধু কর নয়, এতে আর্থিক ‘ইবাদাতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; যেমন - যাকাত। এ কারণেই ওশরকে 'যাকাতুল’-‘আরদ’ বা ‘ভূমির যাকাত' ও বলা হয়। পক্ষান্তরে ‘খারাজ’ শুধু করকে বোঝায়। এতে ‘ইবাদাতের কোন দিক নেই। মুসলিমরা ‘ইবাদাতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেয়া হয়,তাকে ‘ওশর’ বলা হয়। অমুসলিমরা ‘ইবাদাতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য্য করা হয়, তাকে খারাজ বলা হয়। যাকাত ও ওশরের মধ্যে আরও পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্য সামগ্রীর উপর বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হয়, কিন্তু ওশরী জমিতে উৎপাদনের সাথে সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়। দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্য দ্রব্যে ও স্বর্ণ-রৌপ্যে মুনাফা না

হলেও বছরান্তে যাকাত ফরয হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. নিয়্যত খালেস রেখে আল্লাহ তা ‘আলার পথে কেবল হালাল ও উত্তম জিনিস দান করতে হবে। হারাম ও নষ্ট বস্তু দান করে নেকীর আশা করা যায় না।

২. নিজের জন্য যা পছন্দ করি না তা আল্লাহ তা ‘আলার পথে ব্যয় করলে কবুল হবে